২য় অনুরোধ পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৫৪.১৮-১৮৬

তারিখঃ ০৭ শ্রাবণ ১৪২৭ ব.
২২ জুলাই ২০২০ খ্রি.

বিষয়ঃ হযরত শাহ আলী বাগদাদী (রহ:) কামিল এম.এ মাদ্রাসা, মিরপুর, ঢাকা এর বেতন-ভাতা (এমপিও) প্রদানের নিমিত্ত বিদ্যমান জটিলতা নিরসন সংক্রান্ত।

সূত্র:
(১) ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মারক নং-ইআবি/রেজি/প্রশা:/কা.গ.ব/ট-০৯/২০১৭/১৮৬, তারিখ: ১৮/২/২০ খ্রি.
(২) জেলা প্রশাসক, ঢাকা'র স্মারক নং- ০৫.৪১.২৬০০.০১৩.৫৫.৮৩৭.১৬.২১, তারিখ: ২৮/৬/২০ খ্রি.
(৩) হযরত শাহ আলী বাগদাদী (রহ) কামিল মাদ্রাসার (অস্পষ্ট)স্মারক নং –হশম/০৭/২০১৬ তারিখ: ০৬/০৮/১৬খ্রি.
(৪) ডিএমই'র স্মারক নং- ৫৭.২৫.০০০০.০০৩.০২.০১৮.১৭-৭৮৪, তারিখ: ১৬/১০/১৭ খ্রি.
(৫) ডিএমই'র স্মারক নং- ৫৭.২৫.০০০০.০০৩.০২.০১৯.১৭-৮০৭, তারিখ: ২৪/১০/১৭ খ্রি.
(৬) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৭৫.০২৭.৬০.১৭-৩৩৮, তারিখ: ২৩/১০/১৮ খ্রি.
(৭) ডিএমই'র স্মারক নং- ৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০৪.০০১.১৮-২৯৫, তারিখ: ১২/৯/১৮ খ্রি.
(৮) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৫৪.১৮-১৫৬, তারিখ: ১১/৩/১৯ খ্রি.
(৯) ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মারক নং-ইআবি/রেজি/প্রশা:/৮৩০০, তারিখ: ১৯/৫/২০ খ্রি.
(১০) ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মারক নং- ইআবি/ রেজি: /প্রশা:/২০১৫/৪০৭৩, তারিখ: ১৯/৫/২০ খ্রি.
(১১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়র স্মারক নং-শিম/শা ১১/৩-৯/২০১১/২৫৬, তারিখ: ০৬/০৬/১১ খ্রি.
(১২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়র স্মারক নং-শিম/শা ১১/৩-৯/২০১১/৪৮৪, তারিখ: ০৯/০৭/১২ খ্রি.
(১৩) ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মারক নং- ফা,কা,মা,শি/ইবি-১৫/১৫৮৬, তারিখ: ২৭/৬/১৫ খ্রি.
(১৪) হযরত শাহ আলী বাগদাদী (রহ) কামিল মাদ্রাসার পত্র (সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহার পত্র) তারিখ: ০৫/১১/১৬খ্রি.
(১৫) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৫৪.১৮-১৭২, তারিখ: ১৩/০৭/২০ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে হযরত শাহ আলী বাগদাদী (রহ:) কামিল এম.এ মাদ্রাসা, মিরপুর, ঢাকা এর বেতন-ভাতা (এমপিও) প্রদানের নিমিত্ত বিদ্যমান জটিলতা নিরসনের জন্য অনুরোধ জানিয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকা কর্তৃক সচিব, টিএমইডি বরাবর প্রেরিত পত্রের বিবরণ নিম্নরূপ-

০২। (ক) হযরত শাহ আলী বাগদাদী (রহ:) কামিল মাদ্রাসা, মিরপুর, ঢাকা এর কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে সভাপতি করে ০৬ (ছয়) মাসের (১১.০২.২০ হতে ১০.০৮.২০২০ পর্যন্ত) জন্য গভর্নিং বডি গঠনের কাজ সম্পন্ন করার শর্তে তৃতীয় বারের মত ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় (কমিটি অনুমোদনের কর্তৃপক্ষ হিসেবে) কর্তৃক সূত্রোক্ত (১) স্মারকমূলে এডহক কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(খ) হযরত শাহ আলী বাগদাদী (রহ:) কামিল এম.এ মাদ্রাসা, মিরপুর, ঢাকা'র অধ্যক্ষ না থাকায় এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়ে জটিলতা (বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনকারী জনাব কে.এম সাইফুল্লাহ ১২তম জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এ সংক্রান্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে অযোগ্য হওয়ায়) থাকায় শিক্ষক-কর্মচারীগণের অক্টোবর/২০১৯ হতে বর্তমান পর্যন্ত বেতন-ভাতাদি (এমপিও) পরিশোধ হয়নি। উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি (এমপিও) প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠান হতে তিনজন শিক্ষক যথাক্রমে : (১) জনাব মুহাম্মদ আফজাল হোসেন, উপাধ্যক্ষ (সাময়িক বরখাস্তকৃত) ২০.০৪.২০ তারিখে (২) জনাব কে.এম সাইফুল্লাহ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ১৫.৪.২০ তারিখে এবং (৩) জনাব মো: মুজিবুর রহমান (জ্যেষ্ঠ শিক্ষক), সহকারী অধ্যাপক (আরবি) কর্তৃক ২৫.৬.২০ তারিখে ০৩টি পৃথক বেতন-বিল প্রতিস্বাক্ষরের জন্য জেলা প্রশাসক,ঢাকার দপ্তরে জমা দেয়া হয়।

(গ) কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কে হবেন সে বিষয়ে উচ্চ আদালত, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ও টিএমইডি-তে আইনি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ভারপ্রাপ্ত কে হবেন তা স্পষ্ট নয় এবং এ বিষয় স্পষ্ট করার জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক উক্ত পত্রে অনুরোধ করা হয়েছে।

(ঘ) সূত্রোক্ত (২) নং পত্রের ০৩ নং ক্রমিকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আফজাল হোসাইন কর্তৃক পারিবারিক অসুবিধার কারণে মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে ১৮.০১.১৫ তারিখে পদত্যাগ করায় গত ২১.৫.২০১৫ তারিখ হতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ১২তম জুনিয়র শিক্ষক জনাব কে.এম সাইফুল্লাহ-কে গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় (যদিও সেটা আইনানুগ ছিলনা)।

(ঙ) পরবর্তীতে জনাব মুহাম্মদ আফজাল হোসাইনকে উপাধ্যক্ষ পদ থেকে সুত্রোক্ত (৩) নং স্মারকের মাধ্যমে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জনাব মুহাম্মদ আফজাল হোসাইন কর্তৃক ডিএমই বরাবর অভিযোগ করা হলে ডিজি, ডিএমই হতে বিধি মোতাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদানের জন্য ১৬.১০.১৭ তারিখে সূত্রোক্ত (৪) জেলা প্রশাসক, ঢাকা- এবং ২৪.১০.১৭ তারিখে সূত্রোক্ত (৫) স্মারকমূলে (প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে পত্র দেয়া হয়।

(চ) উক্ত পত্র দুটির নির্দেশনার আলোকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব উপাধ্যক্ষের নিকট হস্তান্তর না করে জনাব কে.এম সাইফুল্লাহ তথা কর্মরত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কর্তৃক ডিএমই'র উক্ত পত্র দুটির বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১৫৯৯২/২০১৭ মামলা দায়ের করা হলে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক ডিএমই'র উক্ত পত্র দুটির কার্যকারিতার উপর ০৬ (ছয়) মাসের স্থগিতাদেশ প্রদান করা হয়।

(ছ) উক্ত রুলিং এর প্রেক্ষিতে টিএমইডি হতে ২৩.১০.১৮ তারিখে সূত্রোক্ত (৬) নং স্মারকমূলে কে.এম সাইফুল্লাহর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদ হতে অপসারণের নির্দেশনা বাতিল করা হয়। সে সাথে রিট পিটিশন-১৫৯৯২/১৭ এর স্থগিতাদেশ vacate না হওয়া পর্যন্ত জনাব কে.এম সাইফুল্লাহর (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)স্বাক্ষরে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি (এমপিও) উত্তোলনের নির্দেশনা দিয়ে ডিএমই হতে সূত্রোক্ত (৭) নং স্মারকে পত্র জারি করা হয়।

(জ) জনাব কে.এম সাইফুল্লাহ কর্তৃক (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন সংক্রান্তে) দায়েরকৃত রিট পিটিশন-১৫৯৯২/১৭ মামলাটি গত ০৫.০২.১৯ তারিখে discharged for non prosecution (খারিজ) হয়ে যায় ফলে জনাব কে.এম সাইফুল্লাহ কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের অধিকার রহিত হয়ে যায়। ফলে নিয়মিত অধ্যক্ষ নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির উপাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আফজাল হোসাইন কে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত নির্দেশনা দেয়ার জন্য (১৯.০৩.১৯ খ্রি: এর মধ্যে Compliance Report প্রদানের অনুরোধসহ) TMED হতে ১১.০৩.১৯ তারিখে সূত্রোক্ত (৮) নং স্মারকমূলে DG, DME-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

চলমান পাতা নং-০১

(ঝ) অন্যদিকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের সুযোগদানের নিমিত্ত উপাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আফজাল হোসাইন কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১২৯১৬/১৭ মামলা দায়ের হলে উক্ত মামলায় গত ১৬/১০/১৭ তারিখের অন্তবর্তীকালীন আদেশে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় (৪ নং রেসপনডেন্ট) কে অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(ঞ) তৎপ্রেক্ষিতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তদন্তপূর্বক ১৯.৫.১৯ তারিখে সূত্রোক্ত (৯) নং স্মারকমূলে ১২তম জুনিয়র শিক্ষক কে.এম সাইফুল্লাহ-কে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে যথাযথ ব্যক্তিকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের এডহক কমিটির সভাপতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(ট) উক্ত পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী এডহক কমিটির সভাপতি কর্তৃক কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করায় এবং রিট পিটিশন নং-১২৯১৬/১৭ মামলার আদেশ লঙ্ঘিত হওয়ায় পিটিশনার জনাব মুহাম্মদ আফজাল হোসাইন কর্তৃক কনটেম্পট পিটিশন নং-৪২৬/১৯ দায়ের হয়। উক্ত কনটেম্পট মামলার রুল জারির ফলে উল্লিখিত এডহক কমিটি ভেঙ্গে জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে সভাপতি করে ইসলামি আরবি বিশ্ব বিদ্যালয় কর্তৃক (কমিটি অনুমোদন বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে) তৃতীয় বারের মত সূত্রোক্ত (১) নং পত্রমূলে এডহক কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে মর্মে স্পষ্ট হয়।

০৩। উল্লেখ্য যে, পারিবারিক অসুবিধার কারণে উপাধ্যক্ষ, জনাব মুহাম্মদ আফজাল হোসাইন প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এর দায়িত্ব হতে ১৮/০১/১৫ তারিখে পদত্যাগ করেছিলেন এবং সে বরাতে প্রতিষ্ঠানের ১২তম জুনিয়র শিক্ষক জনাব কে.এম সাইফুল্লাহ-কে গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তমতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় মর্মে জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর পত্রে উল্লেখ করা হলেও উক্ত মাদরাসারই কমিটি কর্তৃক জনাব মুহাম্মদ আফজাল হোসাইনকে উপাধ্যক্ষ হিসেবে পুনর্বহাল করার বিষয়ে কোন তথ্য জেলা প্রশাসক, ঢাকার পত্রে নেই যদিও উপাধ্যক্ষ নিয়মিত এমপিও পেয়েছেন।

০৪। নিয়মিত অধ্যক্ষের অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বপালন বিষয়ে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ০১/১১/১৭ তারিখে সূত্রোক্ত (১০) নং স্মারকমূলে জারিকৃত অফিস আদেশ এর ক্রমিক নং-২ এর বলা হয়েছে "**ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসায় কোন কারণে অধ্যক্ষ না থাকলে তদস্থলে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ ভিন্ন অপর কোন শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বপালন করতে পারবেন না। কোন কারণে উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ অসদাচরণ বলে গণ্য হবে" অর্থাৎ উপাধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় কোন মাদরাসার অন্য কোন শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত আইনানুগ নয় এবং হবেনা তা স্পষ্ট হয়।**

(i) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৬/৬/২০১১ তারিখের সূত্রোক্ত (১১) নং ও সংশোধিত ০৯/৭/২০১২ তারিখের সূত্রোক্ত (১২) নং স্মারকের পরিপত্রে অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক না থাকলে উপাধ্যক্ষ/সহকারী প্রধান শিক্ষক-কে বেতন বিলে স্বাক্ষর করার নিম্নরূপবিধান রয়েছে-

"**উপাধ্যক্ষ/সহকারী প্রধান শিক্ষক থাকা অবস্থায় তাঁকে ভিন্ন অপর কোন শিক্ষককে দায়িত্বভার অর্পন করা যাবে না। অধ্যক্ষের অনুপস্থিতে উপাধ্যক্ষ এর দায়িত্ব গ্রহনে অপারগতা প্রকাশ অসদাচরণ বলে গণ্য হবে**" তবে উপাধ্যক্ষ/সহকারী প্রধান না থাকলে প্রতিষ্ঠানের জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন মর্মেও উল্লেখ রয়েছে। অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে জেষ্ঠ্যতম শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বপালন করবেন। **ফলে এটা স্পষ্ট যে কোন জুনিয়র শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বপালন করতে পারবেন না।**

(ii) তাছাড়া এমপিও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৭.৪ অনুচ্ছেদে "**প্রতিষ্ঠান প্রধানের অবর্তমানে প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান এবং তার অবর্তমানে প্রতিষ্ঠানের জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্থলে (এমপিও) স্বাক্ষর করবেন**" মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। অর্থাৎ **কোন জুনিয়র শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বপালন করতে পারবেনা এবং ১২তম জুনিয়র শিক্ষক কোন অবস্থাতেই নয়।**

(iii) ০১/১১/১৭ তারিখের সূত্রোক্ত (১০) নং স্মারকমূলে জারিকৃত অফিস আদেশ এর ক্রমিক নং-২ এর মর্ম অনুযায়ী এটা স্পষ্ট হয় যে, **কোন জুনিয়র শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বপালন করতে পারবেনা এবং ১২তম জুনিয়র শিক্ষক কোন অবস্থাতেই নয়।**

০৫। তাছাড়া জেলা প্রশাসক ঢাকার পত্রে উপাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আফজাল হোসাইন ০৬/০৮/২০১৬ তারিখের (মাদরাসার)পত্র মারফত সাময়িক বরখাস্তকৃত মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত সাময়িক বরখাস্তের আদেশটি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, কে.এম সাইফুল্লাহ এবং গভর্নিং বডির সভাপতি জনাব মো: শামসুল হক কর্তৃক ০৬/৮/২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত।

০৬। অথচ গভর্নিং বডির উক্ত সভাপতি জনাব মো: শামসুল হক-কে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ২৭/৬/১৫ তারিখে সূত্রোক্ত (১৩) নং স্মারকের মাধ্যমে সভাপতি মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত স্মারককে Challange করে গভর্নিং বডির (০১.০৬.১৪ হতে ৩০.০৫.১৭ মেয়াদের) বিদ্যমান সভাপতি জনাব এস এম হানিফ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১২৭৪৯/১৬ দায়ের হলে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গভর্নিং বডির নূতন সভাপতি হিসেবে মনোনীত ব্যক্তির (জনাব মো: শামসুল হক) মনোনয়ন সংক্রান্ত আদেশের কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়।

০৭। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে জনাব মো: সামসুল হক কর্তৃক আপিল বিভাগে সিপিএলএ নং ৩৬৪১/২০১৬ দায়ের করা হলেও মহামান্য আদালত কর্তৃক রিট মামলায় প্রদত্ত স্থগিত আদেশ বহাল রাখা হয়। অর্থাৎ বিদ্যমান সভাপতি (রিট পিটিশনার) পদের মেয়াদ (৩০.০৫.১৭ তারিখ) পর্যন্ত উক্ত স্মারকের কার্যক্রমের উপর ১৬/১০/১৬ তারিখে স্থগিতাদেশ বহাল থাকে। অর্থাৎ জনাব এস এম হানিফ উক্ত মাদরাসার বৈধ সভাপতি হিসেবে বহাল (৩০.০৫.১৭ তারিখ পর্যন্ত) থাকেন।

০৮। ফলে ৩০.০৫.১৭ পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি পদে জনাব এস এম হানিফ ছিলেন মর্মে স্পষ্ট হয়। তাছাড়া ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জনাব মো: শামসুল হককে সভাপতি পদে মনোনয়ন সংক্রান্ত সূত্রোক্ত (১৩) নং স্মারকে জারিকৃত পত্রকে Challange করে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১২৭৪৯/২০১৬ মামলা চলমান অবস্থায় জনাব শামসুল হক কর্তৃক সভাপতি হিসেবে ০৬/০৮/২০১৬ তারিখ উপাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আফজাল হোসাইন এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশেটি বেআইনি এবং এক্তিয়ার বর্হিভূত মর্মে স্পষ্ট হয়।

০৯। তথাপি উপাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আফজাল হোসাইন এর সাময়িক বরখাস্ত সংক্রান্ত আদেশটি সভাপতি (মহামান্য আদালত কর্তৃক বৈধ হিসেবে নির্ধারিত জনাব জনাব এস এম হানিফ) কর্তৃক গত ০৫/১১/১৬ তারিখে সূত্রোক্ত (১৪) নং পত্রমূলে প্রত্যাহার করা হয়েছে মর্মে নথি হতে স্পষ্ট হয়।

১০। অধিকন্তু উপাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আফজাল হোসাইনকে মে/১৯ মাসের বেতন-ভাতাদিও (এমপিও) পূর্ণহারে (খরপোষ নয়) প্রদান করা হয়েছে মর্মে এমপিও সীট এবং মাদরাসা হতে ব্যাংকে দাখিল বিল হতেও স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ উপাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আফজাল হোসাইন সাময়িক বরখাস্তাধীন নয় মর্মে স্পষ্ট হয়।

১১। আরো লক্ষনীয় যে, যেহেতু রিট পিটিশন নং-১২৯১৬/১৭ মামলার ১৬/১০/১৭ তারিখের আদেশের আলোকে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় (৪ নং রেসপনডেন্ট) কর্তৃক তদন্তপূর্বক ১৯.৫.১৯ তারিখে সূত্রোক্ত (৯) নং পত্রমূলে ১২তম জুনিয়র শিক্ষক জনাব কেএম সাইফুল্লাহ-কে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে সেহেতু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৬/৬/২০১১ তারিখের সূত্রোক্ত (১১) নং ও সংশোধিত ০৯/৭/২০১২ তারিখের (১২) নং স্মারকের পরিপত্র, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ০১/১১/২০১৭ তারিখের সূত্রোক্ত (১০) নং স্মারকের নির্দেশনা এবং এমপিও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৭.৪ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী হযরত শাহ আলী বাগদাদী (রহ:) কামিল এম. এ মাদ্রাসা, মিরপুর, ঢাকা'র অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) এর দায়িত্ব পালনসহ উক্ত মাদরাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বিলে স্বাক্ষর করার ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষের আইনগত বাধা যেমন নেই তেমনিভাবে উপাধ্যক্ষ ব্যতীত অন্য কাউকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেয়ার বা পালন করার আইনগত কোন সুযোগ নেই।

চলমান পাতা নং-০৩

১২। এমতাবস্থায়, টিএমইডি এর নির্দেশনা প্রতিপালন না করে যথাযথ তথ্য প্রমাণক যাচাই ব্যতিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৬/৬/২০১১ তারিখের ২৫৬ নং ও সংশোধিত ০৯/৭/২০১২ তারিখের ৪৮৪ সংখ্যক পরিপত্রের নির্দেশনা, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ০১/১১/২০১৭ তারিখের ইআবি/রেজি:/প্রশা:/২০১৫/৪০৭৩ সংখ্যক স্মারকমূলে জারিকৃত অফিস আদেশ এবং এমপিও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৭.৪ অনুচ্ছেদের নির্দেশনার পরিপন্থী মিরপুরস্থ হযরত শাহ আলী বাগদাদী (রহ:) কামিল এম.এ মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে ১২তম জুনিয়র শিক্ষকের (অপ্রয়োজনীয় এবং বিধি বহির্ভূতভাবে চারিত্রিক সনদ বর্ণনাক্রমে) পক্ষে সুপারিশ করার (১১/৭/১৯ খ্রি. তারিখের ৫৭.১৫.০০০০.০০৫.০২.০৬৭.(৪).১৯.১৮৯ সংখ্যক পত্রমূলে) কারণ ১৫.০৭.২০ খ্রি: এর মধ্যে জানানোর জন্য সূত্রোক্ত (১৫) নং স্মারকমূলে মহোদয়-কে অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি উক্ত পত্রের জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত পত্রে চাহিত বিষয়ের জবাব আগামি ২৮/৭/২০২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়-কে অনুরোধ করা হলো।

২২/০৭/২০

(মো: আ. খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
গার্লস গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা)
নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।